ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ক্রিকেটারের সঙ্গেও প্রেম ছিলো মাধুরীর

পৃঃ ৫

অবসরের ঘোষণা দিলেন সুনীল ছেত্রী

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৩৭ ● কলকাতা ● ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২১ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

গরমের মধ্যে গায়ে চাদর,

সন্দেহ হতে লক্ষ লক্ষ টাকা সমেত আটক হলো সিপিএম নেতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের ভ্যাপসা গরম পড়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলেও জোড়ালো তাপমাত্রা। এই সময় বসিরহাট সীমান্তে গায়ে চাদর জড়িয়ে ঘুরছিলেন এক ব্যক্তি। অস্বাভাবিক এই বিষয় নজর এড়ায়নি কর্তাদের। এরপরই শুরু সন্দেহ আর তার জেরে জিজ্ঞাসাবাদ। তবে কোনো প্রশ্নেরই ঠিকঠাক উত্তর মিলছিল না।ধৃত ওই ব্যক্তি এলাকায় সিপিএম নেতা বলে পরিচিত। চাদরের নীচে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাচার করছিল। ভারত থেকে বাংলাদেশে নগদ ওই টাকা পাচারের চেষ্টা চলছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গ্রেফতার হওয়ার পর পুলিশি জেরায় ধৃত শহিদুল ইসলাম জানিয়েছে, তার বাড়ি স্বরূপনগরের বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিথারী এলাকায়। প্রথমে বিএসএফের ১১২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনী জওয়ানরা ওই যুবককে আটক করে পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে ব্যক্তিকে জেরা করে বাজেয়াপ্ত টাকা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ভোটের মাঝে এভাবে টাকা পাচারের ঘটনা সামনে আসায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও সিপিএম কর্মী গ্রেফতারের ঘটনায় স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব কিছু জানেন না বলেই জানিয়েছেন। এরপরই শুরু তল্লাশি। আর তারপর যা সামনে এল তাতে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়।

গায়ের চাদর টানতেই বেরিয়ে এল বান্ডিল বান্ডিল টাকা। জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিন লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশি টাকা। তৎক্ষণাৎ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তির নাম শহিদুল ইসলাম। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তের ঘটনাটি ঘটে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিস পাঠালেন কার্তিক মহারাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিস পাঠালেন কার্তিক মহারাজ। ৪ দিনের মধ্যে ক্ষমা না চাইলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি কার্তিক মহারাজের। মমতা বন্দেয়াপাধয়ায় বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে যখন রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকনের একাংশকে নিশানা করেছেন, তাঁর সেই বিতর্কিত বক্তব্যকেই হাতিয়ার করেন নরেন্দ্র মোদি। গতকাল নির্বাচনী প্রচার থেকে মোদি বলেন, "এখন তৃণমূল মানুষ সেবায় নিয়োজিত সন্তসমাজকে গালাগালি দিচ্ছে। ইসকন, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকর্মের বিষয়ে বিশ্ব পরিচিত। কিন্তু এখানকার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, আমাদের এই সাধু, এই সংগঠন, দেশের ক্ষতি করছে! হিন্দুদের ভাগীরথীতে ডুবিয়ে দেওয়ার মতো বক্তব্য, এটাও তৃণমূল ভেবেচিন্তে বলিয়েছে। ভোটব্যাঙ্কের চাপে তৃণমূল লাগাতার সাধুদের অপমান করছে। বাংলার সংস্কৃতিতে অপমান করছে।"শনিবার গোঘাটের জনসভায় বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়ে সাধু-সন্তদের একাংশকেও নিশানা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রীতিমতো নাম নিয়ে সমালোচনা করেন, ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, ইস্কনের সাধু-সন্নাস্যীদের একাংশের।যা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। তৃণমূলনেত্রী বলেন, "এই যে বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন, আমি শুনেছি অনেকদিন ধরে কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে আমি আগে খুব শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু, যে লোকটা বলে আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে এজেন্ট বসতে দেব না, সে লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ তিনি সরাসরি রাজনীতি করে দেশটার সর্বনাশ করছেন। আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে। আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে কী সাহায্য করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, আপনাদের অস্তিত্ব নিয়ে, স্বাধিকার নিয়ে তখন কিন্তু আমি পুরো সমর্থন দিয়েছিলাম।ইস্কনও মনে রাখবেন ৭০০ একর জমি দিয়েছি।"

গতকালই কার্তিক মহারাজ বলেন, "একটা জায়গায় প্রমাণ দেখাতে যদি পারেন, তাহলে আমি আমার সমস্ত সনন্যাস জীবনের আমি ত্যাগ করতে পারি। একটা জায়গায় যদি আমি বুথ থেকে টিএমসির কর্মীকে আমি হঠিয়ে দিই, আমি এমন কোনও ডন নই,

এরপর ৩ পাতায়

পঞ্চম দফা ভোটের দিনে

সকাল থেকেই বাংলার ৩ জেলায় ৭ কেন্দ্রে কমবেশি অশান্তির অভিযোগ উঠে আসছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চম দফা ভোটের দিনে সকাল থেকেই বাংলার ৩ জেলায় ৭ কেন্দ্রে কমবেশি অশান্তির অভিযোগ উঠে আসছে। তবে এবার সামনে এল গুরুতর অভিযোগ। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের আরামবাগের খানাকুলে বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে। বোমাবাজির অভিযোগে ইতিমধ্যেই বিজেপি কর্মী আটক করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, ভোটের আগে আমডাঙা বিধানসভার হরপাড়া গ্রামে বিজেপি নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর ফের একবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বয়ারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহ। বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। শনিবার আমডাঙা বিধানসভার হরপাড়া গ্রামে বিজেপি নেতার বাড়ি লক্ষয় করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছিল।

বিজেপি নেতার দাবি, শনিবার গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়।ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ে জানালার কাচ। তাঁর অভিযোগ এই ঘটনার নেপথেয় রয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা। বিজেপি কর্মী মহম্মদ আবু হেনা বলেন, 'ভোট যত এগিয়ে আসছে তৃণমূল তত ক্ষিপ্ত হচ্ছে আমার প্রতি এবং গতকাল রাতে তারা বোমাবাজি করে, ভাঙচুর করে। সব তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। আমি যতেষ্ট আতঙ্কিত।' বাইকে চেপে বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে। হাতেনাতে পাকড়াও

এরপর ৩ পাতায়

ষষ্ঠ দফা ভোট নিয়ে চিন্তিত নির্বাচন কমিশনার,

রেবাল ঘূর্ণিঝড় হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাধারণত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়ে গেলে তা পরিবর্তিত হয় না। তবে বড় কোনও ঘটনা বা দুর্যোগের কারণে জাতীয় নির্বাচন কমিশন লোকসভা বা বিধানসভার দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারে। দেশে এখন অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের পালা চলছে। এদিনই পঞ্চম দফায় দেশের ৪৯টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের পালা সাঙ্গ হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে কমিশনকেও ভাবাচেছ আবাহাওয়ার পরিস্থিতি। আগামী ২৫ মে ষষ্ঠ দফায় বাংলার যে ৮ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে তার মধ্যে রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ঘাটাল, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি ও তমলুক। আবার ওই দিনেই ওড়িশার যে ৬ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে সেগুলি হল সম্বলপুর, কেওনঝাড়, ঢেনকানল, কটক, পুরী ও ভুবনেশ্বর। এই ১৪টি লোকসভা কেন্দ্রগুলির মধ্যে বাংলার ঘাটাল, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি ও তমলুক এবং ওড়িশার কটক, পুরী ও ভুবনেশ্বর সরাসরি উপকূলবর্তী এলাকা হিসাবেই চিহ্নিত হয়। বাকিগুলি উপকূলবর্তী এলাকার ঠিক পিছনের এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হয়। সেই ক্ষেত্রে ২৪ তারিখ থেকে ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া শুরু হলে ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণের দিন অনেক মানুষই ভোট দিতে আসবেন না বা আসার মতো পরিস্থিতিও হয়তো থাকবে না। আর সেটাই এখন ভাবাচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। তবে তাঁরা এখনই কোনও পদক্ষেপ করছেন না এই নিয়ে। কোনও

এরপর ৩ পাতায়

ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত এক মহিলাকে

তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ানের বিরুদ্ধে

হুগলি: নিউজ সারাদিন : ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত এক মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ানের বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘিরে ভোটের দিন সকালে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় হুগলির জাঙ্গীপাড়ায়। পরে পুলিশ গিয়ে ওই জওয়ানকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।পরে থানার অভিযোগ করেন ওই মহিলা। পুলিশ জানিয়েছে, আটক জওয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচেছ। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও টানাপড়েন শুরু হয়। হুগলির তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন, "বাহিনীর হাতে আবার শ্লীলতাহানি। যে রক্ষক সেই ভক্ষক।"

এর আগে উলুবেড়িয়া লোকসভার কুলগাছিয়ায় এক বিএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। ওই জওয়ানের বিরুদ্ধে উলুবেড়িয়া থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ওই জওয়ানকে ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। জাঙ্গীপাড়ায় একটি বুথে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশের ওই জওয়ান। অভিযোগ, রবিবার গভীর রাতে এলাকার একটি বাড়িতে ঢুকে ঘুমন্ত এক মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। ওই মহিলার চিৎকারে জেগে যান তাঁর পরিবারের লোকজন। ছুটে আসেন পড়শিরাও। অভিযুক্ত জওয়ানকে ধরে ফেলেন তাঁরা।

পরিবারের লোকজন জানান, একটি ঘরে একাই শুয়ে ছিলেন ওই মহিলা। গভীর রাতে ঘরে ঢুকে তাঁর শ্লীলতাহানি করে ওই জওয়ান। তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এলাকার মানুষ ওই জওয়ানকে গাছে বেঁধে রেখে পুলিশকে খবর দেয়। মারধরও করা হয় ওই জওয়ানকে। পরে জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

ভোটে দিনভর বার বার ঘেরাওয়ের মুখ পড়লেন

হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটে দিনভর বার বার ঘেরাওয়ের মুখ পড়লেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। ধনেখালিতেও বিক্ষোভ-ঘেরাওয়ের মুখে পড়েন লকেট। রীতিমতো সম্মুখ সমরে দেখা লকেট চ্যাটার্জি ও অসীমা পাত্রকে। একদিকে 'চোর, চোর' বলে স্লোগান দিতে থাকেন লকেট চ্যাটার্জি। অন্যদিকে পালটা 'ডাকাত' বলে তোপ দাগেন অসীমা পাত্র।এদিন সকাল থেকেই বুথে বুথে ঘুরছেন লকেট। ধনেখালি ৫১৭ নম্বর বুথে হাতেনাতে ধরেন তৃণমূলের এক ভুয়ো এজেন্ট! যদিও পাকড়াও হওয়া ওই 'ভুয়ো ভোটার'-এর দাবি তিনি এজেন্ট। কোনওরকম ছাপ্পা ভোটের সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। এদিকে মেজাজ হারান লকেট। সটান বলেন, "চুপ করুন। মোটেও আপনি এজেন্ট নন। যান, একদম বাড়ি চলে যান।" এমনকি অভিযুক্ত ওই ভোটারের ফোনও কেড়ে নেন লকেট। জানান, ঠিক জায়গায় জমা পড়বে।অসীমা পাত্রের বাড়ির সামনের বুথে ঘটে এই গন্ডগোল। গত লোকসভা ভোটে ওই বুথেই লকেটের বিরুদ্ধে ইভিএম ভাঙার অভিযোগ উঠেছিল। এদিনও কোনও রকমে দু'পক্ষকে ঠেকিয়ে রাখেন পুলিসকর্মীরা। প্রসঙ্গত, এদিন ভোটের আগেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে ভোট কেনার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেন লকেট। বলেন, টাকার ব্যাগ নিয়ে ঘুরছে আইপ্যাকের লোকজন। হুঁশিয়ারি দেন, খেলা করে তৃণমূল ঘরে ঢুকে গিয়েছে। তৃণমূল যে ভাষায় কথা বলবে, সেই ভাষাতেই জবাব দেবেন বলে হুংকার লকেট চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি অভিযোগ করেন, 'রবিবার আইপ্যাকের জনা ২০ ছেলে ঢুকেছে এলাকায়। খবর এসেছে ওরা থলে ব্যাগে টাকা নিয়ে ঢুকেছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। আজকের দিন ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে না। কোনও খেলা হবে না। আমাদের পোলিং এজেন্টদের গায়ে হাত ছোঁয়ালেই ব্যবস্থা নেব।'

হাওড়ার উনসানি ষষ্ঠীতলা এলাকায়

ধুন্ধুমার বিজেপি এবং তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে

হাওড়া: নিউজ সারাদিন : হাওড়ার উনসানি ষষ্ঠীতলা এলাকায় ধুন্ধুমার বিজেপি এবং তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে। ব্যাপক মারধর। ঘটনাস্থলে আহত বেশ কয়েকজন।মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বিজেপি কর্মী সমর্থকের বলে অভিযোগ।ঘটনার সূত্রপাত উনসানি ষষ্ঠী তলা এলাকায়। বিজেপির অস্থায়ী ক্যাম্প ভাঙচুর করার খবর পেয়ে বিজেপি প্রার্থী সেখানে এলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।জানা গিয়েছে, এই এলাকাটি শ্রীরামপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত। এই স্কুলে পাঁচটি বুথ রয়েছে। সোমবার দুপুরে স্কুলের পাশে অবৈধভাবে জমায়েত হয় প্রচুর বহিরাগতরা। এরপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা হয় তাদের সেখান থেকে সরে যেতে। কিন্তু তা না শোনায় লাঠিচার্জ করে অবৈধ জমায়েত হটিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ।ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। অবৈধ জমায়েত সরিয়ে দেওয়ার পরই শুরু হয় সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া।ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশ এবং র‍্যাফ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল শুরু হয়েছে। অপরদিকে,উলুবেড়ি য়া লোকসভা কেন্দ্রের আমতা বিধানসভার ২২৩ নম্বর বুথে উত্তেজনা দেখা দেয়। রবিবার রাতে বিজেপির বুথ সভাপতির ভাইপোর ওপর একদল দুষ্কৃতীদের হামলার অভিযোগ। অভিযোগ ৩০ টি বাইক নিয়ে দুষ্কৃতীরা আসে ।এরপর বুথ সভাপতির খোঁজ চালায়।বুথ সভাপতিকে না দেখতে পেয়ে তার ভাইপো প্রবীর রঙের ওপর ধারলো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ। আহত অবস্থায় একটি বেসরকারি নাসিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। এদিকে,অবৈধ জমায়েত সরাতে লাঠিচার্জ করল কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকার ক্ষিরোদময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

নিম্নবিত্ত জীবন থেকে রাজনীতির ময়দানে

পা রেখেছেন রেখা পাত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিম্নবিত্ত জীবন থেকে রাজনীতির ময়দানে পা রেখেছেন রেখা পাত্র। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সব থেকে চর্চিত লোকসভা আসন বসিরহাটের বিজেপির প্রার্থী তিনি। ইতিমধ্যেই মনোনয়ন পেশ করেছেন তিনি। জানেন রেখা পাত্রের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত?প্রসঙ্গত, নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান রেখা আর্থিক টানাটানিতে পড়াশোনা সেভাবে করতে পারেননি। সন্দেশখালির সন্দীপ পাত্রের সঙ্গে অল্প বয়সেই বিয়ে। বিয়ের পরেও আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ সেভাবে দেখেননি। সন্দীপ পরিযায়ী শ্রমিক। পেটের টানে এরাজ্য থেকে ওরাজ্যে ঘুরে বেড়ান। ভিনরাজ্যে গিয়ে স্বামীর উপার্জিত সামান্য টাকাতেই সংসার সামলে গিয়েছেন রেখা। তিনি বর্তমানে তিন মেয়ের মা। বড় মেয়ে সুষমা ১২ বছর বয়সি। মেজ মেয়ে করবীর বয়স ৭। ছোট মেয়ে কনক মোটে বছর তিনেকের। তাঁদের সামলেই রাজনীতি চালাচ্ছেন বধূ।উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের দ্বীপ অঞ্চল সন্দেশখালির বাসিন্দা রেখা পাত্র।অভাবী পরিবারের বধূ। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। দারিদ্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই ছিল জীবন। হলফনামাতেই স্পষ্ট তাঁর আর্থিক পরিস্থিতি। নথি বলছে, মনোনয়ন পেশের সময় রেখা পাত্রের হাতে নগদ ছিল তিন হাজার টাকা। একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রয়েছে ১০ হাজার ৭৬৪ টাকা। অন্য অ্যাকাউন্ট শূন্য। বিনিয়োগ নেই। নেই সোনা বা গাড়ি। একেবারেই সাদামাটা জীবন রেখার। তাঁর স্বামীরও আর্থিক অবস্থা একইরকম। তাঁর হাতে নগদ রয়েছে ৩ হাজার টাকা। ব্যাঙ্কে রয়েছে ৪ হাজার ৬৯২ টাকা। গাড়ি, বাড়ি কিছুই নেই।

বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে সোমবার দুপুরে

হঠাৎ ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র

বনগাঁ ও ব্যারাকপুর : নিউজ সারাদিন : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে সোমবার দুপুরে হঠাৎ ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র। আতঙ্কে বুথ ছাড়লেন একাধিক ভোটাররা। পঞ্চম দফায় সকাল থেকেই নির্বিঘ্নে ভোট হচ্ছিল বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে। হঠাৎই প্রবল জোরে হাওয়া বইতে থাকে ।শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি।এখানে ২৩৪,২৭৫, ২৭৬ নম্বর বুথ রয়েছে। সেই সমস্ত বুথে মোমবাতি জ্বালিয়ে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়। অল্প আলোয় ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে ধীরগতিতে। সে কারণে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন এবং প্রায় তিন ঘন্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ভোটাররা।চরম অসুবিধা হচ্ছে বয়স্ক ভোটারদের।মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ে বাগদার মশ্যমপুর ভোট কেন্দ্রের আশেপাশের অস্থায়ী ছাউনি ও রাজনৈতিক দলের অস্থায়ী ক্যাম্প গুলি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রবল বেগে হাওয়া বইতে থাকে। ঝড়ের দাপটে ভোট কেন্দ্র ছেড়ে যে যার মত যে যার মত দৌড়ে পালান।

কিছু ভোটাররা ভোট কেন্দ্রের মধ্যে আশ্রয় নেন । পাশাপাশি গাইঘাটার ঝাউডাঙ্গা পঞ্চায়েতের আংরায়েলের ২১৭ নম্বর বুথে প্রবল ঝড় বৃষ্টির কারণে ভোট গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে,বুথ নাম্বার ১৭৬ ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির কারণে লোডশেডিং হয়ে যায় বুথের মধ্যে। লোডশেডিং এর কারনে এক প্রকার অন্ধকারেই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে ভাটপাড়া পৌরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীরামপুর প্রাইমারি স্কুলে।

বিজেপির ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর করার

অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় সাত কেন্দ্রের মধ্যে ব্যারাকপুর, আরামবাগ থেকেই আপাতত সবথেকে বেশি অশান্তি খবর আসছিল। এবার শ্রীরামপুরে উত্তেজনা ছড়াল। সেখানে বিজেপির ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।অশান্তির আঁচ থেকে যে বনগাঁ দূরে রয়েছে এমনটাও নয়। পুলিশের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ করেছেন সেখানকার বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভুল পথে পরিচালিত করে বনগাঁর বিভিন্ন বুথে তৃণমূলকে ছাপ্পা দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে রাজ্য পুলিশ। অন্যদিকে, ওই কেন্দ্রেই তৃণমূল প্রার্থীকে বুথে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে অভিযোগ জানিয়েছেন বনগাঁর তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস।শ্রীরামপুর লোকসভার ডোমজুড়ের দেবী পাড়ায় বিজেপির ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। অভিযোগ, শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কার্যালয়ের টেবিল-চেয়ার ভেঙে দিয়েছে। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তৃণমূল-বিজেপি দুই দলের কর্মী-সমর্থকদেরই তাড়া করে। পরে দু-দলের কয়েকজন কর্মীকে আটকও করে পুলিশ।

সকাল থেকে ব্যারাকপুরেও তৃণমূল-বিজেপি বিবাদ হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের মদতে বুথ জ্যাম করছে তারা। অর্জুনকে কেন্দ্র করে বেশিরভাগ মহিলা তৃণমূল কর্মীই বিক্ষোভ দেখান। তবে বিজেপির পাল্টা অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা এক মহিলা বিজেপি কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিস পাঠালেন কার্তিক মহারাজ

এমন কোনও মস্তান নই, এমন কোনও আমার সঙ্গে লোক নেই, যে আমি টিএমসির এজেন্টকে বসতে দেব না বললেই...আমি চ্যালেঞ্জ করলাম মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রচণ্ড মিথ্যা কথা বলেছেন। তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিবাদ হবে।" আর এবার আইনি নোটিস পাঠালেন তিনি। যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, 'মমতার মন্তব্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সম্মানহানি হয়েছে। বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাইতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে' ৪ দিনের মধ্যে ক্ষমা না চাইলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবেও বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কার্তিক মহারাজ।

১-ম পাতার পর

পঞ্চম দফা ভোটের দিনে সকাল থেকেই বাংলার ৩ জেলায় ৭ কেন্দ্রে কমবেশি অশান্তির অভিযোগ উঠে আসছে

১, ২টি বোমা উদ্ধারের দাবি। চক্রান্ত করে ফাঁসানোর চেষ্টা, পাল্টা দাবি বিজেপির।

খানাকুলের ঘোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বুথের থেকে ৫০-১০০ মিটারের মধ্যে এক ব্যক্তি মোটর সাইকেলে করে বোমা নিয়ে ভয় দেখাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। এরকমও শোনা গিয়েছে যে, তিনি বোমা ছুঁড়েওছিলেন। এমনও অভিযোগ করা হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। স্থানীয় মানুষজন ওই মোটর সাইকেলটিকে ধাওয়া করেন। এবং ওই যুবককে হাতে নাতে ধরে ফেলেন। তাঁর কাছ থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। সেই তাজা বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য এই মুহূর্তে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। এবং ওই যুবককে আটক করা হয়েছে। ওই যুবক বিজেপির সমর্থক বলে দাবি করা হয়েছে।

১-ম পাতার পর

ষষ্ঠ দফা ভোট নিয়ে চিন্তিত নির্বাচন কমিশনার, রেবাল ঘূর্ণিঝড় হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

ঘোষণার পথেও তাঁরা এখনই হাঁটছেন না। তাঁরা আপাতত আবহাওয়ার দিকে নজর রাখছেন। ২৪ তারিখ আবহাওয়া কেমন থাকছে সেটা দেখে নিয়েই তাঁরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। সেক্ষেত্রে সূত্রে জানা গিয়েছে ২৫ তারিখ যে সব জায়গায় ভোটগ্রহণের মতো পরিস্থিতি থাকবে না সেখানে ১ জুন ভোট নেওয়া হতে পারে।এর পরে ষষ্ঠ দফায় দেশের ৫৮টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট নেওয়ার কথা আছে আগামী ২৫ মে। এই ৫৮টি কেন্দ্রের মধ্যে আছে বাংলার ৮টি এবং ওড়িশার ৬টি কেন্দ্র। ঘটনাচক্রে ওই সময়েই বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট একটি ঘূর্ণিঝড় বাংলা-ওড়িশা সীমান্তে আছড়ে পড়তে পারে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ঝড় আসার আগে থেকেই বাংলা ও ওড়িশার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ভোট গ্রহণের মতো পরিস্থিতি নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ষষ্ঠ দফায় যে সব আসনে ভোটগ্রহণ করা যাবে না, সেগুলির জন্য কমিশন নতুন কোনও দিন ধার্য করা হতে পারে বলেই কমিশন সূত্রে জানাগিয়েছে। দিল্লির মৌসম ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৩ মে-র মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন আন্দামান সাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেই নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়েও পরিণত হতে পারে। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে সেই ঘূর্ণিঝড় তৈরির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। সেটি ক্রমশ উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে আরও শক্তি সঞ্চয় করবে ও ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে। এখন সমুদ্রপৃষ্ঠে যে তাপমাত্রা, তা-ও ঘূর্ণিঝড় তৈরির অনুকূলে রয়েছে। তবে মৌসুমি বায়ু ঘূর্ণিঝড়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু পৌঁছেছে। মৌসুমি বায়ু ঘূর্ণিঝড় তৈরির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বলেও আবহবিদেরা জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে এই নিম্নচাপ খুব বেশি শক্তি নিয়ে আর ঝড়ে রূপান্তরিত হতে না পারলেও উপকূলবর্তী এবং তার পিছনে থাকা এলাকায় প্রবল বৃষ্টি ঘটাবে। সঙ্গে থাকবে, ঘন্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া। সেক্ষেত্রে শুক্রবার অর্থাৎ ২৪ মে থেকেই দক্ষিণবঙ্গের দুই ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ভারী বর্ষণ শুরু হতে পারে। মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিও। আগামী শুক্রবার থেকে আবহবিদেরা মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতেও নিষেধ করেছেন।

জমি মাফিয়ারা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের মারধর করে বলেও অভিযোগ

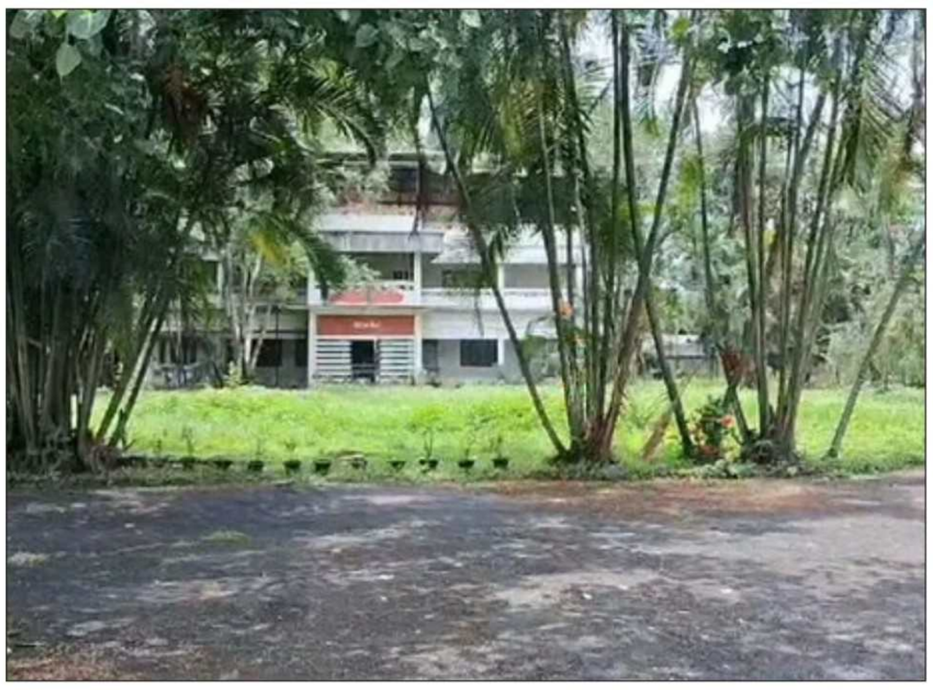

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এবার রামকৃষ্ণ মিশনের জমি এবং সম্পত্তি দখল করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। রবিবার গভীর রাতে শিলিগুড়ির সেবক রোডের পাশে শালুগাড়ায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের 'সেবক হাউস-এ ওই ঘটনা ঘটেছে। জমি মাফিয়ারা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের মারধর করে বলেও অভিযোগ আশ্রম কর্তৃপক্ষ পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই ঘটনায় শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ এই ঘটনায় কড়া ভাষায় নিন্দা করে বলেন, 'অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও ইসকনের মতো প্রতিষ্ঠানকে অপমান করবেন। বঙ্গীয় ইমামদের দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটভিক্ষা করবে। আর তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাদের খুন করার হুমকি দেবে এটা চলতে পারে না। পুলিশ বলছে জমিটির মালিকানা নিয়ে বিবাদ রয়েছে। যদি ধরেও নিই রয়েছে, তাহলে কি সন্ন্যাসীদের বন্দুক দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া যায়?' ঘটনার নিন্দা করেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও।

জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির সেবক রোডের পাশে শালুগাড়ায় অবস্থিত সেবক হাউসটি এক ভক্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষকে দান করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই ওই জায়গায় বসবাস করে আসছেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী আবাসিকরা। অভিযোগ, রবিবার রাতে এলাকার এক জমি মাফিয়া প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন দুষ্কৃতী নিয়ে সন্ন্যাসীদের ওপর হামলা চালায়। দুষ্কৃতীদের সঙ্গে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র। রামকৃষ্ণ মিশনের ওই কেন্দ্রে ঢুকে সেটির দখল নেওয়ার চেষ্টা দুষ্কৃতীরা। নিরাপত্তারক্ষী ও সেখানে বসবাসকারী আশ্রমিকদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলে তারা। হামলাকারীরা সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ফেলার পাশাপাশি সকলের মোবাইল ফোনও ছিনতাই করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে কয়েকজন আশ্রমিককে অপহরণ করে নিয়ে যায় তারা।

খানাকুলের ঘটনায় দুজন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হুগলির খানাকুলের আরামবাগের বিজেপি-র উপ প্রধানকে মারধরের ঘটনায় এসপি কে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। পঞ্চম দফা ভোটের আগেই উত্তপ্ত হুগলির খানাকুল। ঘটনায় ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ করেছে। কমিশনের তরফে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে পুলিশ সুপারের কাছে। দেওয়া হয়েছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার নির্দেশ।প্রসঙ্গত, সোমবার চবিবশের লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ। এদিন সকাল ৭টা থেকেই ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে হুগলি, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুরে সকাল ৯টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ১৫.৩৫ শতাংশ। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, সকাল ৯ টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ সবচেয়ে বেশি জমা পড়েছে তৃণমূলের। তৃণমূল দিয়েছে ৩০টি, বিজেপি ২২টি ও সিপিআইএম-এর ২৫টি অভিযোগ। নির্বাচনের মুখে সরগরম খানাকুল। নির্বাচন কমিশনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে রুট মার্চ করাতে হবে। গোটা এলাকায় ঘটনা ঘিরে চাপা উত্তেজনা এখনও রয়েছে। খানাকুলের ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুজন গ্রেফতার হয়েছে। ইতিমধ্যেই রিপোর্টে নির্বাচন কমিশনের কাছে এমনটাই জানানো হয়েছে।

পার্থ-অর্জুনের 'কুরুক্ষেত্র' বারাকপুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পার্থ-অর্জুনের 'কুরুক্ষেত্র' বারাকপুর উত্তপ্ত। বীজপুরে বিজেপি মহিলা কর্মীর মাথা ফাটাকে কেন্দ্র করে বনি নামের তৃণমূল নেতার সঙ্গে বচসায় জড়ালেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। বারাকপুরের 'বাহুবলি' প্রার্থী অভিযোগ করেন, 'ক্রিমিলান' বনি এলাকার ভোটারদের চমকাচ্ছেন।বিজেপি প্রার্থী উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, "মেয়েটা ভোট দিতে যাচ্ছিল। ওকে মেরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। ও একটা ক্রিমিনাল। পরিচিত ক্রিমিনাল। আমাকে হুমকি দিচ্ছে। আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।" অর্জুন এই অভিযোগ তোলামাত্রই তেড়েফুঁড়ে ওঠেন বনি। তিনিও ক্যামেরার সামনে বলতে থাকেন, "কোন মহিলাকে আমি মেরেছি বলুন। আমি ক্রিমিনাল? আমাকে কে ক্রিমিনাল বলছে? অর্জুন সিং, আমি বনি। কী করবি? কিচ্ছু করতে পারবি না। বাড়াবাড়ি করিস না।" ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।শুনে সেখানেই উপস্থিত তৃণমূল নেতা বনি তেড়ে যান অর্জুনের দিকে। বলতে থাকেন, "কে ভোটারদের আটকেছে। অর্জুন সিং, আমার নাম বনি। কী করবি? কিচ্ছু করতে পারবি না।" তেড়ে যেতে থাকেন অর্জুনও। অনুগামী ও অর্জুনের নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি সামাল দেন।

সকাল থেকেই গন্ডগোল লেগেই আছে বারাকপুর লোকসভায় । সেই সময় বিজেপি প্রার্থীর কাছে খবর আসে ১৭৪ নম্বর বুথ এলাকায় এক মহিলা বিজেপির মাথা ফেটেছে। এমনকী এলাকার ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এলাকায় আসেন অর্জুন। সেখানেই ছিলেন বনি। দুজনের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ১৩৭ সংখ্যা ২১ মে, ২০২৪ মঙ্গলবার ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

ভাগ্য নির্ধারণ করাটা দুঃসহ ব্যাপার বিজেপি ও তৃণমূলের

উনিশের ভোটে দেশজুড়ে জয়ী হয়েছিলেন ৩০৩জন পদ্মপ্রার্থী। এদের মধ্যে বাংলা থেকে ছিলেন ১৮জন। কিন্তু ২৪'র ভোটে আর বিন্দুমাত্র সক্রিয় নেই উনিশের মতো মোদি হাওয়া। আর তার জেরেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে পদ্ম নেতাদের। মুখে আর জোর গলাতে যতই তাঁরা শ্লোগান তুলুন না কেন, 'আবকে বার ৪০০ পার', বাস্তবে তাঁদের সেই শ্লোগানের অর্ধেকও পূরণ হবে কিনা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।দুই শিবিরের এই দুই ধরনের রিপোর্টের জন্য এবার শাহি শিবির থেকে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এদিন রাতের মধ্যেই বাংলা থেকে 'জয়'এর সম্ভাব্য পরিসংখ্যান দিল্লিতে পাঠিয়ে দিতে হবে। যদিও বাংলার ভোট বিশেষজ্ঞদের দাবি, বাংলায় এবার ৪২টি আসনের মধ্যেই একটি আসন নিরাপদ নয়। কেননা উনিশের ভোটে বাংলা থেকে বিজেপির ১৮টি আসনের জয়ের নেপথ্যে কাজ করেছিল পৃথক গোর্খাল্যান্ড আবেগ, রাজবংশী ভোটব্যাঙ্ক, মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ক, কুড়মি ভোটব্যাঙ্ক। কিন্তু এবারে এই সব কিছুই চূড়ান্ত ভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মীর ভান্ডারের হাত ধরে মহিলা ভোটারদের বড় অংশকেই নিজেদের দিকে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছে তৃণমূল। আর তাই বিজেপির এবার বাংলা থেকে সাংসদ নিয়ে যাওয়ার আশা ছেড়ে দেওয়াই ভাল হবে। দেখার বিষয় বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব এবার দিল্লিতে কী রিপোর্ট পাঠায়।

আর তাই ভোটপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ শেষ না হওয়ার আগেই পদ্মের শীর্ষ মাথারা রাজ্যে রাজ্যে থাকা বিজেপি নেতৃত্বকে জিজ্ঞাসা করে খোঁজখবর নিচ্ছেন, এবার তাঁদের রাজ্য থেকে কতজন সাংসদ পদ্মের ঝুলিতে আসতে পারে। সেই তালিকায় আছে বাংলাও। এ রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব মানে সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীদের কাছ থেকেও শাহি খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে যে ঠিক কতজন দলের প্রার্থী এবার বাংলা থেকে দিল্লি আসার ছাড়পত্র পাবেন। বঙ্গ বিজেপি সূত্রে তেমনটাই জানা গিয়েছে।

এখনও পর্যন্ত বাংলায় ৪টি দফার ভোটপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এদিন চলছে পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণের পালা। সেই হিসাবে ১৮টি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে এবং ৭টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণের পালা চলছে। সব মিলিয়ে এদিনের মধ্যেই রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২৫টি কেন্দ্রের প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। উনিশের ভোটে এই ২৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। ১০টি কেন্দ্র গিয়েছিল তৃণমূলের দখলে। ২টি কেন্দ্র পেয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু এবারে এই হিসাবের ধারেকাছেও যে হিসাব মিলবে না সেটা দিল্লিতে বসেই বেশ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন শাহি ভোট ম্যানেজাররা। সূত্রের খবর বিজেপির নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সমীক্ষার রিপোর্টে নাকি দাবি করা হয়েছে বাংলার এই ২৫টি আসনের মধ্যে এবার বিজেপি ১০টি কেন্দ্রে জয়ী হবে। যদিও সেই রিপোর্টে আস্থা নেই সঙ্ঘের। তাঁদের হিসাবে, কোচবিহার, রানাঘাট, বনগাঁ, ব্যারাকপুর ও বালুরঘাট ভিন্ন অন্য কোনও আসন থেকে জয়ের সম্ভাবনা নেই বিজেপির। অর্থাৎ বিজেপির নিজস্ব সমীক্ষার কার্যত অর্ধেক আসনে ভরসা রাখছে সঙ্ঘ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মানব জীবন অনেকটা নিষ্ক্রিয় বস্তির বস্তুর মতন, পৃথিবীতে এই আছি আর এই নেই খেলার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে পাপ-পুণ্যের বিচার। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের সৎ নিষ্ঠা ও নির্ভীক মানুষের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়েছিলেন। বরাবরই প্রাচ্য যুগের ইতিহাসে থেকে মধ্যযুগ এবং বর্তমান যুগের ইতিহাস পর্যন্ত ভগবানের লীলাখেলা কথা কিছুটা বিভিন্ন চরিত্রে ঠাঁই পেয়েছে।বর্তমান কলি যুগে দাঁড়িয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাটা অত্যন্ত কঠিন কাজ, ভগবানকে এযুগের মান্যতা দেয় না। তবে পাপীতাপী মানুষগুলো পাপ করার পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে ডেকে পাপ ক্ষয় করার খেলায় ভক্তির দিয়ে শ্রদ্ধা যাপন করে।অন্যায় কাজে লিপ্ত মানুষগুলো ভয়ে ভক্তি আছে ভগবানের প্রতি এযুগের। কলিযুগের রীতি-রেওয়াজ পাল্টে গেছে কখন কি যে আমাদের দেখতে হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার কোনো বিশেষ ক্ষেত্র বলে মনে করছি না। সত্যি প্রতিষ্ঠা করে ,সত্যের প্রতীক হয়ে ভগবানকে ডাকছে তাদের উপর অবিচার চলছে যুগে। আর সে কারণেই কলিযুগে দেখতে হচ্ছে মিথ্যা র আকুতি। ভাদ্র মাসে প্রতিবছরে নিয়মিত কৃষ্ণের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মাধ্যমিকের ফলাফল নিয়ে বিরাট নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত ২ মে প্রকাশিত হয়েছে ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। প্রত্যেক বছরের মতো এবারও রেজাল্টের পাশাপাশি মেধা তালিকাও প্রকাশ করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। রাজ্যের নানান জেলার একাধিক কৃতী ছাত্রছাত্রী স্থান করে নিয়েছেন সেই তালিকায়। সেই রেজাল্ট বেরনোর সপ্তাহ দুয়েকের মাথাতেই এবার মাধ্যমিকের ফলাফল নিয়ে বিরাট নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট।এদিকে জীবনবিজ্ঞানে ছেলের প্রাপ্ত নম্বর কম দেখে রিভিউয়ের জন্য আবেদন করেন সৌম্যর বাবা বিশ্বজিৎ। তবে অভিযোগ, নম্বরে কোনও পরিবর্তন আনা হবে না বলে জানানো হয়। এরপর তিনি ছেলের খাতার প্রতিলিপি দেখার আর্জি জানান। সেই প্রতিলিপি হাতে পাওয়ার পর দেখা যায়, ৪টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও সৌম্যকে ১ নম্বর দেওয়া হয়। যে কারণে তাঁর জীবনবিজ্ঞানে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ছিল ১০০-তে ৯৬। সেই সঙ্গেই ৩ নম্বর না দেওয়ার কারণে মেধাতালিকায় সপ্তমের বদলে দশম স্থান অর্জন করে সে।উচ্চ আদালতের এই রায়ে রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ । সেই সঙ্গেই হাই কোর্ট যা রায় দিয়েছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চাও শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও আদালতে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে করা এই মামলাটি এই বছরের নয়, বরং ২০২৩ সালের।

গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরনোর পর এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক প্রথমে রিভিউ এবং পরে আদালতের দ্বারস্থ হন। সম্প্রতি সেই মামলাতেই বিরাট রায় দিয়েছে হাই কোর্ট। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

জানা যাচ্ছে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানার জ্ঞানপীঠ বিদ্যাপীঠের ছাত্র সৌম্য সুন্দর রায় গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৬৮২। তবে সেই নম্বর হওয়া উচিত ছিল ৬৮৬। যদি সে এই ৪ নম্বর প্রথমেই পেয়ে যেত, তাহলে সে মেধাতালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করতো। তবে পর্ষদের উদাসীনতার কারণে সে দশম স্থান অধিকার করে।

এই ঘটনা জানার পর সোজা কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন সৌম্যর বাবা। পর্ষদের এহেন উদাসীনতার প্রেক্ষিতে আদালতে মামলা করেন তিনি। সম্প্রতি বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এই মামলাতেই রায় দিয়েছেন।

মামলাকারীর আইনজীবী সুজিত কুমার চৌধুরী জানান, ২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সৌম্য ৭০০-এর মধ্যে ৬৮২ পেয়েছিল। তবে তাঁর জীবনবিজ্ঞানের খাতা ঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। সেটা যদি ঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হতো তাহলে তাঁর নম্বর বাড়তো এবং সে প্রথম দশে স্থান করে নিল। কারণ দশম স্থানাধিকারী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৬৮৩। এই মামলায় সম্পূর্ণ বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে মূল্যায়ন করে আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

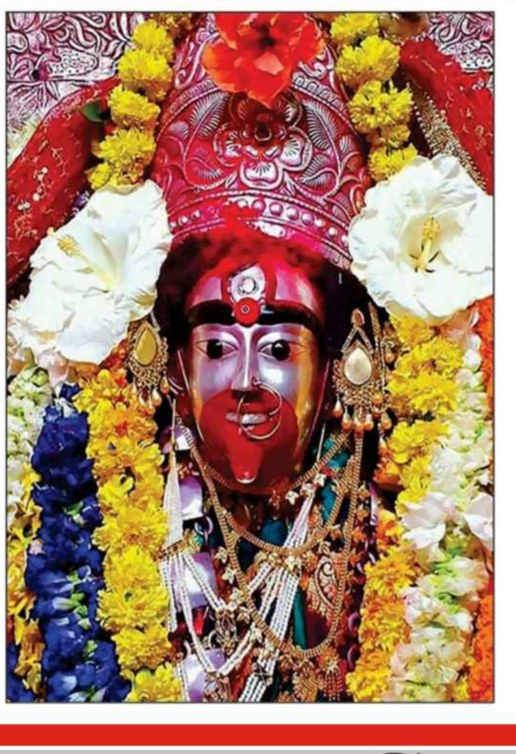

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

'দেবী তারা' তখন শিবকে আপন সন্তানের মতো কোলে নিয়ে আপন স্তন্য থেকে অমৃত পান করাতে লাগলেন। সেই অমৃত পান করে শিবের বিষজ্বালা দূর হল। সেই থেকে দেবীর নাম হল তারিণী। তিনি শিবকে তারণ করেছেন। এই বিশ্বকেও তিনি তারণ করেন। সেই তারিণী থেকেই তারা নামের সৃষ্টি।সেই কারণে বিখ্যাত বীরভূমের এই পিঠস্থান তার নাম হয়েছে তারাপীঠ। তারাপীঠের মন্দিরের দু'শো বছর পূর্ণ হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কথাটা আংশিক সত্য।

ক্রমশঃ

ফল পাকাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে পালন করার ব্যাপারে ফল ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দিয়েছে এফএসএসএআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকাতে বিশেষ করে আমের মরশুমে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহারে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য ফল ব্যবসায়ী এবং এই সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত সকলকে সতর্ক করে দিয়েছে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)। এই সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরকেও সতর্ক থাকার এবং এই ধরনের কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ২০০৬-এর খাদ্য সুরক্ষা আইনের ধারায় বিধি অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এফএসএসএআই। ফল পাকাতে বিশেষ করে আম পাকানোর জন্য সাধারণত যে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার করা হয়, তার থেকে অ্যাসিটিলিন গ্যাস বের হয় যাতে ক্ষতিকারক আর্সেনিক এবং ফসফরাস থাকে। এই উপাদানগুলি 'মশালা' বলে পরিচিত। এর থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা অসুবিধা দেখা যায় যেমন- ঝিমুনি ভাব, বারে বারে তেষ্টা পাওয়া, জ্বালা, দুর্বলতা, গিলতে অসুবিধা, বমি বমি ভাব এবং ত্বকে ক্ষত ইত্যাদি। এছাড়া যারা এই ফল পাকানোর কাজ করেন, অ্যাসিটিলিন গ্যাসে তাঁদেরও ক্ষতি হয়। অনেক সময় ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সরাসরি সংস্পর্শে এলে ফলে আর্সেনিক এবং ফসফরাসের রেশ থেকে যেতে পারে।

এই ক্ষতিকারক দিকগুলির জন্যই ২০১১-এর ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা) বিধির ২,৩,৫ ধারা অনুযায়ী ফল পাকাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এই বিধিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'অ্যাসিটিলিন গ্যাস যা সাধারণভাবে পরিচিত কার্বাইড গ্যাস হিসেবে তা ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে পাকানো যে কোনো ফল বিক্রি অথবা বিক্রয়ের জন্য বাড়িতে মজুত করা যাবে না।'

ক্যালসিয়াম কার্বাইডের যথেচ্ছ ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রেখে এফএসএসএআই ভারতে ফল পাকানোর জন্য নিরাপদ বিকল্প হিসেবে ইথিলিন গ্যাস ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছে। ফলের ধরন, বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ণতার ওপর ভিত্তি করে ১০০ পিপিএম পর্যন্ত ঘনত্বে ইথিলিন গ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে। সব ফলেই প্রাকৃতিকভাবে ইথিলিন পাওয়া যায়। সেই ইথিলিনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য ফল পাকে। অপরিণত ফলে ততক্ষণ পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে ইথিলিন ব্যবহার করা হয়, যতক্ষণ না সেই ফলে স্বাভাবিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণে নিজে থেকেই ইথিলিন তৈরি হওয়া শুরু হয়। এছাড়া সেন্ট্রাল ইনসেকটিসাইডস বোর্ড অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন কমিটি (সিআইবি অ্যান্ড আরসি) আম এবং অন্য ফল সমানভাবে পাকাতে এথিফন ৩৯% এসএএল অনুমোদন করেছে।

এফএসএসএআই 'আর্টিফিসিয়াল রাইপেনিং অফ ফ্রুটস- ইথিলিন গ্যাস এ সেফ ফ্রুট রাইপেনার' শিরোনামে একটি বিস্তারিত বিধিবদ্ধ বিবরণী প্রকাশ করেছে। খাদ্য ব্যবসায়ীদের কৃত্রিমভাবে ফল পাকাতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। ইথিলিন গ্যাস দিয়ে কৃত্রিমভাবে ফল পাকাতে কী কী করতে হবে তা বিস্তারিত বলা হয়েছে সেখানে। যদি কোনো গ্রাহকের নজরে পড়ে ক্যালসিয়াম কার্বাইড বা অন্য কোনো অসাধু উপায়ে ফল পাকানো হয়েছে তাহলে তৎক্ষণাৎ তা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা কমিশনারের নজরে আনতে হবে। নিম্নলিখিত লিঙ্কে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কমিশনার্স অফ ফুড সেফটির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে https://www.fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

ক্রিকেটারের সঙ্গেও প্রেম ছিলো মাধুরীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ১৫ মে, ৫৭ বছরে পা রাখেছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। ভারতজুড়ে এই নায়িকার জনপ্রিয়তা আজও সমান। ১৮ থেকে ৮০ মাধুরীর রূপ, অভিনয়ে মুগ্ধ সবাই।

তবে ব্যক্তিজীবনে এই নায়িকা একজন তারকা ক্রিকেটারে মুগ্ধ ছিলেন। তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কেও জড়িয়েছিলেন। সেই ক্রিকেটারের নাম অজয় জাদেজা। ৮ বছরের ক্যারিয়ার ছিল জাদেজার। ভারতের জার্সি গায়ে ১৯৬টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন তিনি। দলটির অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন।

সেই অজয় জাদেজার সঙ্গেই প্রেম করেছেন মাধুরী। ক্যারিয়ারে দুর্দান্ত ফর্মে থাকাকালীন মাধুরীর সঙ্গে জড়িয়েছিল এই ক্রিকেটারের নাম। একটি পত্রিকার ফটোশুটে গিয়েই নাকি সম্পর্কে জড়ান দু'জন। এরপর দীর্ঘদিন চলে সেই প্রেম।

শোনা যায়, অজয় জাদেজার খেলার ভক্ত ছিলেন মাধুরী। তার আগে অবশ্য অনিল কাপুর, সঞ্জয় দত্তের সঙ্গেও নায়িকার প্রেমের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। তবে জাদেজাতেই ডুবে ছিলেন তিনি।

তবে মাধুরীর সঙ্গে প্রেমে নাকি জাদেজার পরিবার বিরোধী ছিল। তারা কোনোভাবেই চাননি, ছেলে কোনো নায়িকার সঙ্গে সম্পর্কে জড়াক। এমনকি মাধুরী-জাদেজার প্রেম যত এগিয়েছে ততই ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স তলানিতে নেমেছে। যে দায় একটা সময় মাধুরীকে দিচ্ছিল তার পরিবার।

এছাড়াও সাধারণ মারাঠি ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে হওয়ায় মাধুরীকে পুত্রবধূ হিসেবে পছন্দ ছিল না জাদেজা পরিবারের। একটা সময় ক্রিকেট থেকে জাদেজার নির্বাসনের কারণে ভেঙে যায় এই দুই তারকার প্রেম।

জাদেজার ক্রিকেট ক্যারিয়ার সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় নিষেধাজ্ঞার কোপে। ম্যাচ পাতানোর অভিযোগে অভিযুক্ত ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ২০০০ সালে ৫ বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত হন এই তারকা। এরপর আর ক্রিকেটে ফিরতে পারেননি।

এদিকে অজয়ের সঙ্গে প্রেমে বিচ্ছেদের পর ডাক্তার রাম নেনেকে বিয়ে করে আমেরিকায় পাড়ি জমান মাধুরী। অন্যদিকে ২০০১ সালের ৩০ মার্চ ভরতনাট্যম শিল্পী অদিতি জেটলিকে বিয়ে করেন জাদেজা।

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কানে উড়াল দিলেন ঐশ্বরিয়া রাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রতি বছরের ন্যায় ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলীয় শহরে বসেছে চলচ্চিত্র দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসর 'কান চলচ্চিত্র উৎসব।' প্রতিবারের মতো এবারের আসরেও রেড কার্পেটে হাঁটবেন সাবেক বিশ্বসুন্দরী ও বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই। সেই উদ্দেশেই বুধবার ভারত ছেড়েছেন তিনি। উড়াল দিয়েছেন কান উৎসবে যোগ দিতে। মেয়ে আরাধ্যকে সঙ্গে নিয়েই ভারত ছাড়তে দেখা গেছে ঐশ্বরিয়াকে।

তবে ঐশ্বরিয়া ভক্তদের মনে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে নতুন একটি বিষয়, সেটি হলো ঐশ্বরিয়ার ডান হাত! একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ঐশ্বরিয়া কোনোভাবে ডান হাতে চোট পেয়েছেন। করা হয়েছে প্লাস্টার।

এত বড় একটি উৎসবের আগে হাতে কীভাবে ব্যাথা পেলেন ঐশ্বরিয়া, সেই প্রশ্ন তুলেছেন ভক্তরা। চোট নিয়ে এক ভক্ত লিখেছেন, 'এভাবে চোট পাওয়া হাতে কানে হাঁটবে, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

২০০২ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারী সোনার গয়না পরে হেঁটেছিলেন ঐশ্বরিয়া। ওই বছরই তার ছবি দেবদাস সেখানে প্রিমিয়ার হয়েছিল। সেবার অভিনেতা শাহরুখ খান এবং পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালির সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন নায়িকা। এরপর থেকে প্রায় প্রতি বছরই উৎসবে হাজির থেকেছেন এই অভিনেত্রী। ল'রিয়াল প্যারিসের অন্যতম ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে রেড কার্পেট রেখেছেন মাতিয়ে।

সোনালির প্রেমে হাবুড়ুবু খেয়েছিলেন এক পাকিস্তানি ক্রিকেটার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট ও বলিউডের যোগ আজকের নয়। কারণ ভারতে দুটোই জনপ্রিয়। শুধুমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গেই বলিউডের সুন্দরীরা সম্পর্কে জড়িয়েছেন তা নয়। বিভিন্ন দেশের জনপ্রিয় ক্রিকেটাররা বলি সুন্দরীদের প্রেমে হাবুড়ুবু খেয়েছেন। ভারতে খেলতে এসে নায়িকাদের সৌন্দর্য, জনপ্রিয়তার মোহে পড়ে তাদেরই কাউকে হৃদয় দিয়ে বসেছেন। ভিভ রিচার্ডস-নীনা গুপ্তা এর অন্যতম উদাহরণ। পাকিস্তানের ক্রিকেটার শোয়েব আখতারও নাকি বলিউড সুন্দরী সোনালি বেন্দ্রের প্রেমে পড়েছিলেন।

বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ না করলে অপহরণ করা হবে; বলিউড অভিনেত্রী সোনালি বেন্দ্রেকে লক্ষ্য করে এমনই মন্তব্য করেছিলেন পাকিস্তানের ক্রিকেট তারকা শোয়েব আখতার। বলিউড অভিনেত্রীকে নাকি খুবই পছন্দ করতেন শোয়েব। তাই এ মন্তব্য করেছিলেন। নেট দুনিয়ায় সেই মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে সোনালি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তিনি এই মন্তব্যের সত্যতা নিয়ে নিশ্চিত নন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শোয়েব আখতারের এ মন্তব্য নিয়ে সোনালিকে প্রশ্ন করা হয়। মন্তব্য শুনে অবাক হন অভিনেত্রী। পালটা প্রশ্ন করেন, 'সত্যিই শোয়েব এই কথাটা বলেছিলেন? আমি জানি না, এটা সত্যি কিনা। বোধহয় ভুয়া খবর।' সাক্ষাৎকারেই সোনালি জানতে পারেন, শোয়েব একসময়ে তার অনুরাগী ছিলেন। এ খবর শুনে খুশি হন সোনালি।

শোয়েব আখতার নিজেই নাকি এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি সোনালি বেন্দ্রেকে পছন্দ করেন। এমনকি অভিনেত্রীকে বিয়ে করার ইচ্ছেও প্রকাশ করেন শোয়েব। মজা করে বলেন, সোনালিকে বিয়ে করার জন্য তিনি যা খুশি করতে পারেন। প্রয়োজনে অপহরণও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ বিষয়টিই ছড়িয়ে পড়ে।

তবে ২০১৯-এ এক সাক্ষাৎকারে পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেন শোয়েব। এ গুজবটি বন্ধ করতে চান বলেও তিনি জানান। শোয়েব বলেছিলেন, 'আমি কখনই সোনালি বেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিনি। আমি কখনই তার ভক্ত ছিলাম না। বহু ছবিতে সোনালিকে দেখেছি এবং তিনি সত্যিই সুন্দরী। কিন্তু আমি তার ভক্ত নই। তিনি যখন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন, তখন মানুষ হিসেবে তার ভক্ত হয়ে যাই। তিনি খুবই সাহসী। এটুকুই বলতে পারি, এর বেশি কিছু নয়।'

ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ দিন লড়াই করে আবার অভিনয় দুনিয়ায় ফিরেছেন সোনালি। গত ৩ মে মুক্তি পেয়েছে তার ওয়েব সিরিজ 'ব্রোকেন নিউজ'-এর দ্বিতীয় সিজন।

১৭ কোটি রুপি ঋণগ্রস্ত কঙ্গনা, রয়েছে ৮ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত ভারতের হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা আসন থেকে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) হয়ে নির্বাচন করছেন। আগামী ১ জুন ভোট সেখানে। তার আগে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। মনোয়নপত্রের হলফনামায় কঙ্গনা জানিয়েছেন অভিনেত্রীর বড় অঙ্কের ঋণও রয়েছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে জানিয়েছে প্রায় ৯১ কোটি রুপির সম্পত্তি রয়েছে কঙ্গনার।

কঙ্গনার জমি ও বাড়ি রয়েছে ভারতের তিনটি রাজ্যে। এর মধ্যে মুম্বাইয়ে রয়েছে তিনটি বাড়ি আর একটি বাংলো। বাংলোটির আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৫ কোটি রুপি। কয়েক বছর আগে নিজের জন্মভূমি মানালিতে স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করেন অভিনেত্রী। তারও বাজারমূল্য প্রায় ১৬ কোটি রুপি। এ ছাড়া চণ্ডীগড়ে বেশ কিছু সম্পত্তি রয়েছে। এ ছাড়া মুম্বাইয়ে নিজের প্রযোজনা সংস্থা রয়েছে।

কঙ্গনা হলফনামায় আরও জানিয়েছেন, তাঁর প্রায় সাড়ে ৬ কেজি গয়না রয়েছে, যার বাজার মূল্য ৫ কোটি রুপির বেশি। ৩ কোটি রুপি মূল্যের ১৫ ক্যারেট ডায়মন্ড রয়েছে অভিনেত্রীর। রুপা রয়েছে প্রায় ৬০ কেজির মতো, যার মূল্য প্রায় ৫০ লাখ রুপি। এ ছাড়া ব্যাংকে রয়েছে ১ কোটি ৩২ লাখ রুপি। যার মধ্যে কঙ্গনার কাছে নগদ রয়েছে ২ লাখ রুপি।

অভিনেত্রীর বেশ কিছু বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে, সঙ্গে একটি স্কুটারও আছে। এর মধ্যে প্রায় ৪ কোটি রুপি মূল্যের মার্সিডিজ, ৯৯ লাখ রুপি মূল্যের বিএমডব্লিউ ও মার্সিডিজ বেঞ্জের ৫৮ লাখ রুপি মূল্যের আরেকটি গাড়ি রয়েছে।

হলফনামায় কঙ্গনা তাঁর নামে ৮টি মামলার কথা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি ১৭ কোটি রুপির ঋণ রয়েছে অভিনেত্রীর। ২০২২-২৩ বর্ষে অভিনেত্রীর বার্ষিক আয় ছিল ৪ কোটি রুপি। যদিও চলতি বছরে এর মধ্যেই ১২ কোটি রুপি উপার্জন দেখিয়েছেন কঙ্গনা রানাউত।

কোপার আগেই ইনজুরিতে
ব্রাজিলের গোলরক্ষক এদারসন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আর মাস খানেক পর শুরু হবে কোপা আমেরিকা। এমন সময় চোট পেয়েছেন ব্রাজিলের গোলরক্ষক এদারসন। কোপার আগে এদারসনের ইনজুরি কিছুটা হলেও ব্রাজিল শিবিরে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

চোখের ইনজুরিতে পড়েছেন এদারসন। গেল সপ্তাহে টটেনহ্যামের বিপক্ষে ম্যাচে ইনজুরিতে পড়ে মাঠ ছাড়তে হয় ৩০ বছর বয়সী এই গোলরক্ষককে। লিগে শেষ ম্যাচে তাকে পাবে না ম্যানচেস্টার সিটি।

১৬ মে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্ক্যানের পর এদারসনের ডান চোখের সকেটে ছোট একটি ফাটল ধরা পড়েছে। মৌসুমের বাকি অংশে তাকে আর পাওয়া যাবে না।

তবে ব্রাজিলের জন্য চিন্তার কারণটা একটু বেশিই। কারণ, আগামী ২০ জুন শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা। আর এমন এক টুর্নামেন্টের আগে দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে হারাতে চাইবে না তারা। যদিও কোপা আমেরিকার দলে আরও দুইজন গোলরক্ষক আছেন। তাদের একজন লিভারপুলের অ্যালিসন। সাধারণত এদারসন কোন ম্যাচে না খেললে অ্যালিসনই থাকেন ব্রাজিল কোচের প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক।

আলমেরিয়াকে হারিয়ে
পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে বার্সা

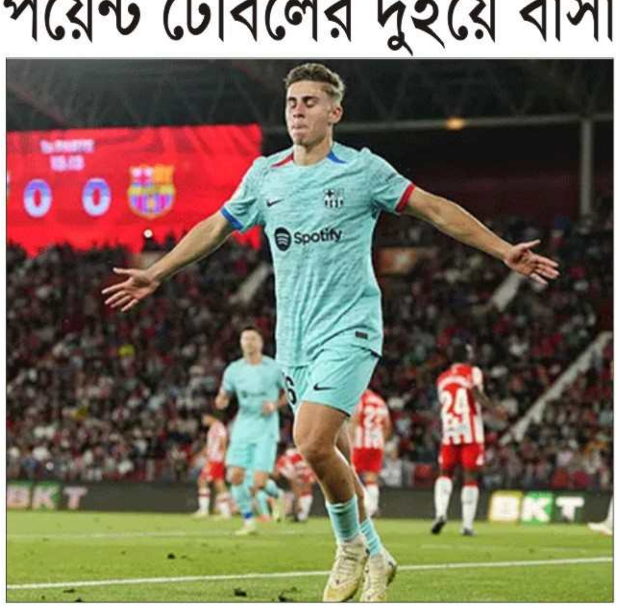

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : চমক দেখাতে পারল না আলমেরিয়া। স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনার বিপক্ষে প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ দুটি সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করল টেবিলের তলানিতে থাকা দলটি। অন্যদিকে সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুই অর্ধে দুটি গোল করে দলকে জয় এনে দিলেন লা মাসিয়া থেকে উঠে আসা মিডফিল্ডার ফারমিন লোপেজ।

লা লিগায় ১৬ মে রাতে আলমেরিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। এ জয়ে ৩৬ ম্যাচে ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থান মজবুত করল কাতালানরা। সমান ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে জিরোনা। শিরোপা নিশ্চিত করা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৯৩।

অবনমন অঞ্চলে থাকা আলমেরিয়ার এদিন ঘরের মাঠে ভালোই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল জাভি হার্নান্দেজের দলকে। তবে সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেনি তারা। ম্যাচের ১৪তম মিনিটে লিড পায় বার্সেলোনা। বাম দিক থেকে ১৭ বছর বয়সী ডিফেন্ডার এক্তর ফোর্তের ক্রসে ছয় গজ বক্সে দারুণ হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন লোপেজ।

এর আট মিনিট পরই সমতায় ফেরার দারুণ সুযোগ পেয়েছিল আলমেরিয়া। তবে হতাশ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড লিও বাতিস্তো। বল ধরে বক্সে ঢুকে ওয়ান-অন-ওয়ানে অবিশ্বাস্যভাবে বাইরে মেরে বসেন এই ফরোয়ার্ড। বিরতির আগে স্বাগতিকদের আরেকবার হতাশ করে গোলবার। ৪২তম মিনিটে অদ্রি এমবার্বার শট পোস্টে বাধা পায়। যোগ করা সময়ে লোপেজের জোরালো শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন আলমেরিয়া গোলরক্ষক।

দ্বিতীয়ার্ধে আবারও সুযোগ নষ্ট করে আলমেরিয়া। বক্সে বার্সেলোনার ডিফেন্ডারদের পায়ে লেগে বল পেনাল্টি স্পটের কাছে ফাঁকায় পান আন্তোনি লোসানো, কিন্তু বাইরে মেরে বসেন তিনি। টেবিলের ২০তম দলটিকে এরপর আর কোনো সুযোগ দেয়নি কাতালানরা।

ম্যাচের ৬৭ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে দলের জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে নেন লোপেজ। বাম দিক থেকে রবের্তো পাস দেন বক্সে, ছুটে গিয়ে প্রথম স্পর্শে বাম পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন বার্সার একাডেমি লা মাসিয়ায় প্রশিক্ষিত এ মিডফিল্ডার। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ধরে রেখে ২-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে জাভির শিষ্যরা।

অবসরের পর দীর্ঘ দিনের জন্য
আড়ালে চলে যাবেন কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : সবকিছুরই একটা শেষ আছে। যত দুনিয়া কাঁপানো তারকা ক্রিকেটারই হোক না কেন, একটা সময় গিয়ে ইতি টানতে হয় সবাইকেই। বিরাট কোহলি তা বেশ ভালোভাবেই বোঝেন। তাই কোহলির ইচ্ছা, ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার আগে সব কাজ শেষ করে ফেলা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর একটি পডকাস্টে এমনই কথা বলেছেন কোহলি।

যদিও অবসর কবে নেবেন সেটা নির্দিষ্ট করে বলেননি। তবে খেলা ছাড়ার পর অনেকটা সময়জুড়েই নিভৃতে থাকবেন তিনি। কোহলি বলেন, 'ব্যাপারটা খুবই সহজ। আমার মনে হয়, ক্রীড়াবিদ হিসেবে আমাদের ক্যারিয়ারের শেষ আছে। তাই আমি কেবল আমার কাজ করে যাচ্ছি। এটা ভেবে ক্যারিয়ার শেষ করতে চাই না 'ওহ, সেই নির্দিষ্ট দিনে যদি আমি এটা করতাম', কারণ আমি সারাজীবন খেলা চালিয়ে যেতে পারব না।'

খেলোয়াড়ি জীবনের পর কীভাবে সময় কাটাতে চান, সেটাও জানিয়ে রাখলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৬ হাজার ৭৩৩ রান করা কোহলি। 'যখন খেলা ছাড়ব, আমি চলে যাব, আপনারা আমাকে অনেক দিনের জন্য দেখবেন না (হাসি)। তাই যতদিন খেলছি, নিজের সবটুকু উজাড় করে দিতে চাই। আর এটাই আমাকে খেলা চালিয়ে যেতে তাড়না যোগায়।'

কোহলি পেশাদার ক্রিকেট খেলা শুরু করেন ২০০৬ সাল থেকে। এখন ৩৫ বছর বয়স তার। তাই ক্যারিয়ারের শেষ দিকে যে আছেন তা বলাই যায়। সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এটাই কোহলির শেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হতে পারে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানও কোহলির, ২৫ ইনিংসে তার রান ১১৪১। গড় ৮১.৫০, স্ট্রাইক রেট ১৩১.৩০। হয়েছেন দুবার টুর্নামেন্টসেরা। এবারও কোহলি নিঃসন্দেহে দারুণ কিছু করতে চাইবেন। বিশ্বকাপের আগে চলমান আইপিএলেও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন কোহলি। ব্যাট হাতে ১৩ ইনিংসে ৬৬.১০ গড়ে কোহলির রান ৬৬১। স্ট্রাইক রেটও কম নয়, ১৫৫.১৬। অবশ্য এমন স্ট্রাইক রেটের পরও তাকে কম সমালোচনার মুখে পড়তে হয়নি। এখন পর্যন্ত মোট ৩৩টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন এই ডানহাতি ব্যাটার।

অবসরের ঘোষণা দিলেন সুনীল ছেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় ফুটবলকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন সুনীল ছেত্রী। অবশেষে আন্তর্জাতিক ফুটবলে গৌরবময় এই পথচলা থামিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আগামী ৬ জুন যুবভারতী স্টেডিয়ামে কুয়েতের বিপক্ষে ম্যাচটিই হবে তার শেষ ম্যাচ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিও বার্তায় আজ এ কথা বলেছেন ভারত জাতীয় ফুটবল দলের এই অধিনায়ক।

ছেত্রীর পেশাদার ফুটবল শুরু হয় ২১ বছর আগে। দিল্লিতে এই যাত্রা শুরুর কিছুদিন পর তিনি যোগ দেন কলকাতার ক্লাব মোহনবাগানে। ক্লাবটির হয়ে দারুণ পারফরম্যান্স করে আসেন নজরে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের জার্সিতে অভিষেক হয় তার। বাকিটা শুধুই ইতিহাস। সুনীল ছেত্রী ভারতের হয়ে ১৫০টি ম্যাচ খেলেছেন এবং ৯৪টি গোল করেছেন। ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক গোল তারই। বিশ্ব ফুটবলে দেশের হয়ে খেলে গোল করার তালিকাতেও ওপরের দিকে আছেন সুনীল। ক্রিশ্চিয়ানো ও মেসির পর তিন নম্বরেই আছেন সুনীল। ২০৬ ম্যাচে ১২৮ গোল নিয়ে শীর্ষে রোনালদো। ১৮০ ম্যাচে ১০৬ গোল নিয়ে দুইয়ে লিওনেল মেসি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ১০ মিনিটের একটি ভিডিও ছেত্রী বলেন, 'গত ১৯ বছরের স্মৃতি ও অনুভূতি বলতে গেলে, দায়িত্বের চাপ ও দারুণ আনন্দের এক সমন্বয় ছিল। ব্যক্তিগতভাবে কখনোই ভাবিনি যে দেশের হয়ে এতগুলো ম্যাচ খেলেছি বা এই করেছি সেই করেছি, ভালো বা খারাপ করেছি। তবে এখন আমার এসব মনে হচ্ছে। গত এক-দেড়-দুই মাসে এসব ভাবনায় এনেছে, যা ধুবই অদ্ভুত। এরকম একটা সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি বলেই হয়তো এসব ব্যাপার ভাবনায় আসছিল। পরের ম্যাচটিই আমার শেষ ম্যাচ।'

ভিডিওতে তিনি আরও বলেন, ওএকটা দিন জীবনে কখনও ভুলতে পারব না; যেদিন দেশের জার্সি গায়ে প্রথমবার ভারতের হয়ে খেলতে নেমেছিলাম। অবিশ্বাস্য অনুভূতি। তবে তার আগের দিন সকালে জাতীয় দলে আমার প্রথম কোচ সুখী স্যর (সুখবিন্দর সিংহ) এসে আমাকে জানিয়েছিলেন, প্রথম একাদশে আমি রয়েছি। বলে বোঝাতে পারব না সেই অনুভূতি কেমন ছিল।'

ছেত্রী এরপর আরও বলেছেন, 'এটার (অবসর ঘোষণা) পর কি খারাপ লাগবে? অবশ্যই! প্রতিদিনই কি এটা ভেবে খারাপ লাগে? অবশ্যই...কারণ আমার ভেতরে যে শিশুটি বসবাস করে, সে দেশের হয়ে একটি ম্যাচও ছাড়তে চায় না। আমি আসলে স্বপ্নের ভেতর দিয়েই গিয়েছি। দেশের হয়ে খেলার চেয়ে বড় আর কিছু হয় না। সেই শিশুটি তাই সব সময় লড়াই করেছে। কিন্তু পরিণত মন বুঝেছে, এটাই সময়! এটা মোটেও সহজ ছিল না।'

ছেত্রী এরপর নিজের জনপ্রিয়তা নিয়েও কথা বলেছেন, 'আমি বিতর্কিত কিছু বলতে চাই। আমার মনে হয় না আমার চেনাজানার মধ্যে কোনো খেলোয়াড় এই দেশের ভক্তদের কাছ থেকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসা, স্নেহ ও সমর্থন পেয়েছেন। লোকে বেশির ভাগ সময় সর্বোচ্চ স্কোরার কিংবা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলে। কিন্তু আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ও স্নেহ আমিই পেয়েছি। এখন আমাদের দেশকে আরেকটি নাম্বার নাইন খুঁজে বের করতে হবে।'

চ্যাম্পিয়ন দল বেছে নিলেন
বিশ্বের দ্রুততম মানব বোল্ট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অন্যতম শুভেচ্ছাদূত উসাইন বোল্ট। সাবেক অ্যাথলেট থেকে এখন ক্রিকেটের পাঁড় ভক্ত। নিয়মিত ক্রিকেট দেখেন এবং খবর রাখেন। বিশ্বকাপ শুরুর ১৬ দিন আগে সম্ভাব্য বিজয়ী দলকে বেছে নিলেন জ্যামাইকার এই ক্রীড়াবিদ।

আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বোল্টের সমর্থন থাকবে নিজের দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিকে। এ কথা আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া, সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন দলের নামও জানিয়ে দিলেন প্রতিযোগিতা শুরুর ১৬ দিন আগে। নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উদ্বোধনের সময় এ জ্যামাইকান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলগুলোর সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেছেন, আমি সবসময়ই আমার ঘরের দলের পক্ষে।

শুধু নিজেদের দল বলে নয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এগিয়ে রাখার পেছনে আরেকটি কারণের কথাও বলেছেন অলিম্পিকে ৮টি সোনাজয়ী স্প্রিন্টার, 'আমাদের বড় হিটার আছে কয়েকজন। যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তাহলে অবশ্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজ (জিতবে)।'

ক্রীড়া জগতে বোল্টের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। অবসর নেওয়ার ১০ বছর পরেও তিনি বিশ্বের দ্রুততম মানব। ১০০ মিটার দৌড়ে ৯.৫৮ সেকেন্ডের বিশ্বরেকর্ড এখনও অটুট।

টি-টোয়েন্টিতে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০১২ ও ২০১৬ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। কিন্তু সবশেষ দুটি বিশ্বকাপে মাত্র দুই ম্যাচে জয় পেয়েছে ক্যারিবিয়ানরা। তবে ঘরের মাঠে রাসেল-পুরানদেরই ফেভারিট মানছেন উসাইন বোল্ট।

আগামী ২ জুন পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে গায়ানার ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গ্রুপ 'সি'-তে অন্য দলগুলো হলো আফগানিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও উগান্ডা। এবারের বিশ্বকাপের ফরম্যাট অনুযায়ী, প্রতি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি দল যাবে পরের রাউন্ডে।

হামেলসকে বাদ দিয়ে জার্মানির
ইউরোর দল ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত কয়েক বছর ধরে ছন্দে নেই জার্মানি ফুটবল দল। টানা দুই বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। তবে এবার নিজেদের মাটিতে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ খেলবে মুলার-নয়াররা। আগামী মাসে শুরু হবে ইউরোপ সেরার লড়াই। স্বাগতিক দেশ হওয়ায় জার্মানিকে এবারের ইউরোর বাছাই পর্ব খেলতে হয়নি। তাই প্রীতি ম্যাচ খেলেই নিজেদের প্রস্তুতি সেরেছে তিনবারের ইউরোপসেরারা।

চমক রেখেই ইউরো ২০২৪-এর দল ঘোষণা করেছে জার্মানি। অধিনায়ক করা হয়েছে ইলকায় গুনদোয়ানকে। দলে জায়গা হয়নি বরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে তোলার অন্যতম নায়ক ম্যাটস হামেলসের। অথচ ব্রাজিলে ২০১৪ বিশ্বকাপ জয়ের পথে বড় অবদান ছিল হামেলসের। ২৭ সদস্যের দলে নেই সার্জ নাব্রি, লিওন গোরেৎসকা, টিমো ভেরনার, নিকলাস সুলেরাও। এবারের ইউরোতে প্রতিটি দল ২৬ জনের স্কোয়াড রাখতে পারবে। জার্মানির ঘোষিত দল থেকে ৭ জুনের মধ্যে একজন বাদ পড়বেন।

দল ঘোষণার পর জার্মানির কোচ নাগালমান জানিয়েছেন, ইউরো ভাবনায় থাকা খেলোয়াড়দের একসঙ্গে রাখতেই এই দলে রাখা হয়নি তাদেরকে। ঘোষিত দলে বায়ার্ন মিউনিখের আধিপত্যই দেখা গেছে। এই দলটি থেকে ৬ খেলোয়াড় পেয়েছেন জায়গা। চলতি আসরের বুন্দেসলিগার শিরোপাজয়ী বায়ার লেভারকুজেন থেকে ৩ জন, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে ২ জন নিয়েছে। এছাড়া বার্সা ও রিয়াল মাদ্রিদ থেকে আছেন আরও দুজন করে।

আগামী জুনে জার্মানির চারটি ম্যাচ অপেক্ষা করছে। ৪ জুন তারা মুখোমুখি হবে ইউক্রেইনের। ৮ জুন খেলবে গ্রিসের বিপক্ষে। ১৪ জুন মিউনিখে স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে জার্মানি। ১৯ জুন তাদের প্রতিপক্ষ হাঙ্গেরি।

জার্মানি স্কোয়াড:

গোলরক্ষক: অলিভার বাউমান, অ্যালেক্স নুবেল, ম্যানুয়েল নয়্যার, মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগান

ডিফেন্ডার: বেঞ্জামিন হেনরিখস, জশুয়া কিমিচ, রবিন কোচ, ম্যাক্সিমিলিয়ান মিটেলস্টেড, ডেভিড রাউম, আন্তোনিও রুডিগার, নিকো স্লোটারবেক, জোনাথন তাহ

মিডফিল্ডার: রবার্ট আন্দ্রিচ, ক্রিস ফুয়েরিখ, পাসকাল গ্রস, ইকাই গুন্দোয়ান, টনি ক্রুস, জামাল মুসিয়ালা, আলেকজান্ডার পাভলোভিচ, লেরয় সানে, ফ্লোরিয়ান ভির্টজ

ফরোয়ার্ড: ম্যাক্সিমিলিয়ান বিয়ার, নিক্লাস ফুয়েলক্রুগ, কাই হাভার্টজ, থমাস মুলার, ডেনিজ উন্ডাভ।

ট্রফি জিততে একজনের ওপর
নির্ভর করলে চলবে না: হরভজন সিং

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বরাবরের মতো এবারও ফেভারিটদের একটি হিসেবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যাবে ভারত। ২০০৭ আসরে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে শিরোপা জয়ের পুনরাবৃত্তি করার সামর্থ্য এবার তাদের আছে বলেই বিশ্বাস হরভজন সিংয়ের। তবে সাবেক ভারতীয় স্পিনারের মতে, ট্রফি জিততে শুধু একজনের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, বাকিদেরও পারফর্ম করতে হবে।

২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আসরেই ধোনির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। পরের আট আসরে এই স্বাদ আর তারা পায়নি। এমনকি, গত এক দশকের বেশি সময়ে কোনো সংস্করণেই আইসিসি ট্রফি তাদের ধরা দেয়নি। সবশেষ ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল ধোনির নেতৃত্বাধীন ভারত। গত চারটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মধ্যে দুইবার তারা খেলেছে সেমিফাইনালে, একবার ফাইনালে। কিন্তু আরেকটি ট্রফির অপেক্ষা আর ফুরায়নি।

'স্টার স্পোর্টস প্রেস রুম' শো'-তে হরভজন বলেন, বিশ্বকাপ জিততে হলে দল হিসেবে পারফর্ম করতে হবে ভারতকে। অধিনায়ক রোহিত শার্মার একার পক্ষে বিশ্বকাপ জেতানো সম্ভব নয়। তিনি জানান, রোহিত শার্মা একা বিশ্বকাপ জেতাতে পারবে না। এটা একার বিষয় নয়, দলগত পারফরম্যান্সের ব্যাপার। দল হিসেবে খেললেই যেকোনো কিছু অর্জন সম্ভব।

বিশ্বকাপে ক্রিকেটারদের ওপর লম্বা আইপিএলের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়েও খোলামেলা আলোচনা করেন হারভাজান। বিশ্বকাপকে আইপিএলের একটি বর্ধিত অংশ হিসেবে দেখার জন্য উত্তরসূরিদের পরামর্শ দিলেন তিনি। হরভজন বলেন, আইপিএল একটি ক্লান্তিকর টুর্নামেন্ট, ভ্রমণ খুব ক্লান্তিকর। খেলোয়াড়রা শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা ক্লান্ত থাকবে, তবে বিশ্বকাপকে তাদের আইপিএলের একটি বর্ধিত অংশ হিসেবে দেখতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বকাপের চেয়ে বড় কিছু নেই, সবাইকে তার সেরাটা দিতে হবে, নির্দিষ্ট দিনে নিজেকে বদলে ফেলতে হবে। ভালো বোলিং করতে হবে, ভালো ব্যাটিং, ভালো ফিল্ডিং করতে হবে। বিশ্বকাপ জেতা সহজ হবে না, মানসিকভাবে শক্ত থাকতে হবে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আগামী ৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে ভারত। 'এ' গ্রুপে তাদের অন্য তিন প্রতিপক্ষ পাকিস্তান, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR